ইউনিট ৩

মানুষের ক্রন্দন ও ঈশ্বরের শ্রবণ

ভূমিকা

এই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর। তাঁর অপার ভালবাসার মাধ্যমে এই পৃথিবী, জীব-জন্তু, গাছ-পালা, ফুল-ফল সৃষ্টি করেছেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের জন্য। কিন্তু মানুষ তাঁর অবাধ্য হল প্রথমেই তথা বর্তমানেও সেই একই অন্যায় করে চলেছে প্রতিনিয়ত। ঈশ্বর যদিও তাদের অবাধ্যতার শাস্তি স্বরূপ এ পৃথিবীতে বিতাড়িত করেছিলেন। তবুও দয়ালু ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের কখনও ভুলে যাননি। মানুষ যাতে সৎ এবং সত্য পথে চলে স্বর্গে যেতে পারে সেজন্য তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রবক্তা বা নবীদের মাধ্যমে বিভিন্ন আদেশ নির্দেশ দিয়ে এসেছেন। এই পৃথিবীর পাপী মানুষ হয়েও যখনই তারা ঈশ্বরের দয়া ভিক্ষা করেছে, তখনই তিনি অকৃপণভাবে তা প্রদান করেছেন। যারা সৎপথে জীবন যাপন করেছেন তাদের তিনি ঐশ্বরিকভাবে রক্ষাও করেছেন। এই প্রবক্তাদের জীবন কাহিনী দ্বারা ঈশ্বর আমাদের এই শিক্ষাই দেন যে, মানুষ যখন পাপ অন্যায় ও অপরাধের জন্য অনুতাপ, দুঃখ ও প্রায়শ্চিত্ত করে, ঈশ্বরের ক্ষমা ও দয়া ভিক্ষা করেন তখন ঈশ্বর তাদের প্রার্থনা শোনেন। আর প্রবক্তারা ঈশ্বরের আদেশ নির্দেশ পূর্ণ করে ঈশ্বরের মহিমা ও সত্যকে প্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠা করেন।

আলোচনার সুবিধার জন্য আলোচ্য ইউনিটটিকে চারটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ৩.১ মোশীর জন্ম ও মিশরের দাসত্ব থেকে ইস্রাইলীয়দের উদ্ধার

পাঠ- ৩.২ ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা

পাঠ- ৩.৩ শম য়েলের জন্ম ও ঈশ্বরের আহবান

পাঠ- ৩.৪ সিংহের গর্তে দানিয়েল

পাঠ ৩.১

মোশীর জন্ম ও মিশরের দাসত্ব থেকে ইস্রাইলীয়দের উদ্ধার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রবক্তা মোশীর জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে পারবেন;
- মিশর দেশে ইস্রায়েলীয়দের নির্যাতিত জীবন বর্ণনা করতে পারবেন;
- মিশর দেশ থেকে ঈশ্বর কিভাএব ইস্রায়েলীয়দের উদ্ধার করেছেন, তা বলতে পারবেন;
- ইস্রায়েলীয় জাতীর প্রতি ঈশ্বরের দয়ার বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

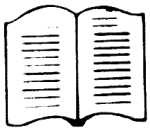

আমরা জানি ঈশ্বরভক্ত যাকোবের বার ছেলে ছিল। ভাইয়েরা যোষেফকে বণিকদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। বাবাকে তারা বলেছিল যে, যোষেফকে হিংস্র পশু মেরে খেয়ে ফেলেছে। বণিকেরা যোষেফকে মিশর দেশে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ক্রীতদাসরূপে মিসর দেশের সেনাপতি পটিফবের নিকট বিক্রি করে দিল। পটিফর নিজ স্ত্রীর মিথ্যা প্ররোচনায় যোসেফের উপর অনেক অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়ে কারাগারে আটক করেছিল। অনেক দিন তিনি কারাগারে বন্দী ছিলেন। পরে কারউনের রুটিবাহকের সাহায্যে মুক্তি পেলেন। কিন্তু যোসেফ ছিলেন পবিত্র চরিত্রের মানুষ ও ঈশ্বরের দেওয়া ও জড়ান ও প্রজত্তায় পূর্ণ। এরপর ফারাও তাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে তার শস্য ভাণ্ডারের রক্ষক করলেন। এই দুর্ভিক্ষের সময় বিভিন্ন ঘটনাচক্রের মধ্যদিয়ে যাকোব ও তার বাকী এগারজন ছেলে কানান দেশ ছেড়ে মিশরে গিয়ে যোসেফের সঙ্গে বসবাস করতে লাগলেন। যোসেফ তার বাবা ও ভাইদের গোসন নামক একটি প্রদেশে বসবাস করার জন্য দান করেন। এই প্রদেশটি মেষ চরাবার জন্য খুবই উপযোগী ছিল।

যাকোবের আরেকটি নাম ইস্রায়েল হওয়ায় তাঁর বংশের লোকদের বলা হত ইস্রায়েলীয়। তাদের ইব্রীয় বলেও ডাকা হত। পরবর্তীকালে তারা ও যিহুদী বা ইহুদী বলেও পরিচিত হল। ফারাউনের পুতিফার ও যোসেফের জীবিতকালে যাকোবের বংশধর ইস্রায়েলীয় বা যিহুদী জাতির লোকেরা বেশ সুখ শান্তিতেই মিশর দেশে বসবাস করতে ছিল। তাদের বংশ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং তারা দিন দিন শক্তিশালী ও বলবান বংশে পরিণত হতে লাগল।

কিন্তু যোসেফের মৃত্যুর পর মিশর দেশে পরপর কয়েকজন নূতন রাজা এলেন। তাঁরা মিশরে যোসেফের ভাল কাজ ও উপকারের কোন খবরই রাখেন নি। একজন নূতন রাজা ইস্রায়েলীয়দের উপর বিভিন্নভাবে অত্যাচার শুরু করলেন। ইস্রায়েলীয়রা বিদেশী বলে মিশরীয় রাজা ও লোকেরা ইস্রায়েলীয়দের দাসের মত খাটাতে লাগলো। শত অত্যাচারে ও ইস্রায়েলীয়রা দমল না। তারা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে মিশরীয়দের অত্যাচার সহ্য করে দাসত্বের জীবন যাপন করতে লাগল। তারা এতই বলশালী ও সংখ্যায় এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, রাজা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা ভয় হল যে, হয় তো একদিন

ইস্রায়েলীয়রা মিশর দেশ দখল করে শাসন করা শুরু করবে। তাই তিনি শেষ পর্যন্ত এই আদেশ জারি করলেন যে, ইস্রায়েলীয়দের ঘরে কোন পুত্র সন্তান হলেই তাকে বধ করা হবে। শুধু মেয়ে সন্তানদের বাঁচতে দেওয়া হবে।

মোশির জন্ম

এই সময় এক ইব্রীয় বা ইস্রায়েলীয় ধর্মীষ্ঠা নারী এক পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। শিশুটি খুবই সুন্দর ও ফুটফুটে ছিল। মা তাকে তিন মাস লুকিয়ে রাখলেন। শেষে আর লুকিয়ে রাখা যখন সম্ভব হচ্ছিল না, তখন তিনি শিশুটিকে নল-খাগড়ার তৈরি একটি ঝুড়ির ভিতর শুইয়ে, ঝুড়ির বাহিরটা আলকাতরা দিয়ে লেপে দিলেন যাতে ঝুড়ির ভিতর পানি ঢুকতে না পারে। এরপর তিনি ঝুড়িটি নীল নদীর ধারে নল ঝোপের মধ্যে রেখে মেয়েকে বললেন দূর থেকে লক্ষ্য করত শিশুটির কি দশা হয়।

এ সময় রাজকন্যা নদীতে স্নান করতে আসলেন। তিনি নলবনে ঝুড়িটি ভাসতে দেখে তাঁর একজন চাকরানীকে তা নিয়ে আসতে বললেন। চাকরানী ঝুড়িটি চাকনা খুলে দেখতে পেল ভিতরে একটি ফুটফুটে সুন্দর ছেলে শিশু কাঁদছে। সে শিশুটিকে রাজকন্যার নিকটে আনলে পর রাজকন্যার হৃদয় মমতায় ভরে উঠলো। তিনি বললেন, "এই শিশুটি নিশ্চয়ই কোন ইস্রায়েলীর নারীর সন্তান। আমি ইহাকে প্রতিপালন করব। তিনি এর নাম দিলেন মোশী অর্থাৎ জল হতে তুলে আনা।

তখন রাজকন্যার কাছে শিশুটির বোন এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলো, "আচ্ছা, এই শিশুটিকে লালন-পালন করার জন্য কি কোন দাসীকে ডেকে আনব"? রাজকন্যা বললেন, "হ্যাঁ, তা-ই করো"। তখন সেই মেয়েটি শিশুটির মাকেই ডেকে আনলো। রাজকন্যা শিশুটির মায়ের হাতে শিশুটিকে লালন-পালনের ভার নিলেন। পরিচয় গোপন রেখে শিশুটির মা-ই নিজের বুকের দুধ খাইয়ে অতি যত্নের সঙ্গে লালন-পালন করলেন। শিশুটি দিনে দিনে বড় হয়ে উঠলো। বড় হয়ে উঠলে মা শিশুটিকে রাজকন্যার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। রাজকন্যা মোশীকে পোষ্যপুত্র হিসেবে রক্ষা করলেন।

ঈশ্বর এভাবে তাঁর বিশেষ কাজ করার জন্য মোশীকে রক্ষা করলেন। আর এই মোশীই ঈশ্বরের মনোনীত ইস্রায়েল জাতিকে মিশর দেশ থেকে উদ্ধার করেন এবং "প্রতিশ্রুত দেশে" যাওয়ার জন্য পরিচালনা করেন।

মিশরের দাসত্ব থেকে ইস্রায়েলীদের উদ্ধার

রাজপ্রসাদে থেকে মোশী অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করে জ্ঞানী হয়ে উঠলেন। আর জানতে পারলেন যে, তিনি মিশরীয় নন। তিনি একজন ইস্রায়েলীয়; তাই নিজের জাতীর লোকদের উপর মিশরীয়দের অমানুষিক অত্যাচার ও দুঃখ-কষ্ট দেখে মনে অনেক কষ্ট পেলেন। অন্যায় অত্যাচারের ভয়ে মিশর দেশে মোশীকেও অনেকদিন পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে।

এদিকে ঈশ্বরও মিশরীয়দের অন্যায় অত্যাচারের জন্য মিশর দেশের উপর দশবার দশরকম ভীষণ বড় উৎপীড়ন প্রদান করেন।

এদিকে মোশী মিশর দেশে ৪০ বছর কাটালেন। পলাতক হিসেবে তিনি মিশরের বাইরে এক ধনী গৃহস্থের বাড়িতে আশ্রয় নেন এবং গৃহস্থের ভেড়ার পাল চড়াবার ভার নেন। পরে তিনি সেই গৃহস্থের মেয়েকে বিয়ে করেন। কিন্তু; তাঁর মন সব সময়ই তাঁর নিজ জাতি ইস্রায়েলীদের অত্যাচারী মিশরীয়দের দাসত্বের হাত হতে মুক্ত করার জন্য কাঁদতো। এর জন্য তিনি সবসময় ঈশ্বরের সাহায্য চেয়ে প্রার্থনা করতেন।

একদিন মেষ চড়াবার সময় মোশী দেখতে পেলেন যে, একটা ঝোপে আশ্চর্যরকমভাবে আগুন জ্বলছে। আগুন জ্বলছে কিন্তু কিছুই পুড়ছে না। মোশী ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। তখন আশ্চর্য আগুনের মধ্য থেকে এক কণ্ঠস্বর শোনা গেল। জ্বলন্ত ঝোপের মধ্য থেকে ঈশ্বর মোশীকে বললেন, "মোশী, শোন: মিশরীয়দের অত্যাচারের জন্য ইস্রায়েলীয়দের কান্না আমি শুনেছি। আমি এই অত্যাচারীদের হাত থেকে ইস্রায়েলীয়দের উদ্ধার করব। আমি তাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নেব। আর তুমি মোশীই হবে তাদের নেতা। তুমিই তাদের পথ দেখিয়ে মিশর দেশ হতে নিয়ে যাবে"। মোশী ভয় পেয়ে গেলেন; অনেক ওজন আপত্তি করলেও ঈশ্বর তাঁকে বিশেষ আশীর্বাদ ও শক্তি দান করলেন।

মোশী মিশরে ফিরে গিয়ে তখনকার রাজা ফরৌন বা ফারাওনকে ঈশ্বরের লোকদের ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু রাজা খুব রেগে গেলেন। তিনি কিছুতেই মোশীর অনুরোধ শুনলেন না। তার জন্যই ঈশ্বর মিশর দেশের উপর পরপর দশ রকম বড় অঘটন ও উৎপীড়ন দিলেন। সমস্ত মিশর দেশের নানা অঘটনের পর অঘটন ঘটাতে লাগলেন। মিশরীয়রা ভাবলো, "ইস্রায়েলীয়দের ঈশ্বরই মিশরীয়দের এই শাস্তি দিচ্ছেন। সারাদেশে কান্না, আর্তনাদ ও ভয় চিৎকারের রোল পড়ে গেল।

লোহিত সাগর পার হওয়া

তখন মিশর দেশের সব লোকই ইস্রায়েলীয়দের দেশ হতে দূর করে দিতে চাইল। রাজা ফারাওন তখন মোশীকে সকল ইস্রায়েলীয়দের নিয়ে মিশর দেশ ছেড়ে যেতে আদেশ দিলেন। দুই লক্ষ ইস্রায়েলীয় লম্বা লাইন করে মিশর দেশ হতে বের হয়ে আসতে লাগল। সামনে পড়লো লোহিত সাগর। কিন্তু ঈশ্বর মোশীকে এগিয়ে যেতে বললেন। তিনি মোশীকে সাগরের উপর তাঁর দেয়া আশ্চর্য লাঠিত দিয়ে আঘাত করতে বললেন। মোশী সাগরের উপর আঘাত করার সাঙ্গে সঙ্গে সাগরের পানি দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে উঁচু পাহাড়ের মত খাঁড়া হয়ে গেল। ইস্রায়েলীয়রা নিরাপদে শুকনো মাটি দিয়ে হেঁটে সাগর পার হয়ে এলেন। তাদের পায়ের জুতা পর্যন্ত ভিজল না।

এদিকে ফারাওন রাজা ভাবলেন, মোশী ও ইস্রায়েলীয়দের তো এভাবে ছেড়ে দেয়া যায় না। বরং তাদের মেরে ফেলাই ভাল বা ফিরিয়ে আনা উচিত। নতুবা তাদের দাসে কাজ করবে কে? তিনি তার ভাল ভাল সৈন্য সামন্ত ও সেনাবাহিনীকে রথ ও ঘোড়া নিয়ে ইস্রায়েলীয়দের

ফেলৎ আনতে পিছনে পিছনে ধাওয়া করতে আদেশ দিলেন। ততক্ষণে মোশী তাঁর ইস্রায়েলীয় জাতিকে নিয়ে সাগর পার হয়ে গেলেন। আর ফারাওন রাজার সেনাবাহিনী মাত্র সাগরে মাঝপথে এসে উপস্থিত। ঈশ্বর মোশীকে বললেন, "তোমার আশ্চর্য লাঠি সাগরের উপরে রাখ"। মোশী সাগরের উপর লাঠি রাখার সঙ্গে সঙ্গে সাগরের পানির দেয়াল ভেঙ্গে পড়ল, আর প্রবল স্রোত ও ঢেউসহ লোহিত সাগর পূর্বের ন্যায় সচল হয়ে উঠল। ফারাওন রাজার সমস্ত বাহিনী, রথ, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ ঘোড়া ও লোক-লস্কর সমুদ্রের জলে ডুবে মারা পড়ল।

মনে রাখুন: ধৈর্যশীল ঈশ্বর ভক্তদের প্রতি ঈশ্বর সহায় থাকেন এবং অন্যায়কারী ও অত্যাচারীদের দেন চরম শাস্তি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. মিশরে দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য-দ্রব্য বিতরণের ভার ছিল–
(ক) রাজার উপর (খ) রাজার কর্মচারীর উপর
(গ) যোসেফের উপর (ঘ) নিচু বংশের উপর

২. মোশীর জন্ম হয়েছিল–
(ক) হিকসস বংশে (খ) ইস্রায়েলীয় বংশে
(গ) অভিজাত বংশে (ঘ) নিচু বংশে

৩. মোশী রক্ষা পেয়েছিলেন–
(ক) যাকোবের দয়ায় (খ) বণিকের দয়ায়
(গ) মিশরীয় রাজকন্যার দয়ায় (ঘ) রাজকন্যার দাসীর সাহায্যে

৪. ইস্রায়েলীয়রা মিশর দেশে–
(ক) বেড়াতে গিয়েছিল (খ) চাকরী করতো
(গ) দাসত্ব করতো (ঘ) রাজত্ব করতো

৫. মিশর দেশ হতে ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের মুক্ত করেন–
(ক) রাজা ফারাওনের নেতৃত্বে (খ) মোশীর নেতৃত্বে
(গ) সেনা প্রধানের নেতৃত্বে (ঘ) রাজপুত্রের নেতৃত্বে

পাঠ ৩.২

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মোশী কি করে দশ আজ্ঞা পেলেন তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ঈশ্বরের দশ আজ্ঞাগুলি বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

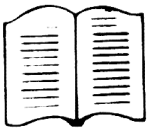

মিশর দেশ হতে বের হয়ে এসে তিন মাস পর যিহুদীরা সিনাই পর্বতের কাছে এক মরু প্রান্তরে এসে উপস্থিত হল। এখানে তারা খাদ্য ও পানীয় না পেয়ে ভীষণ কষ্টে পড়ল। তারা মোশী ও ঈশ্বরের নিন্দা করতে লাগল। তখন ইস্রায়েলীয়দের খাবার রূপে মান্না-ভরত পাখির ঝাঁক পাঠালেন। ইস্রায়েলীয়রা তুষারের ন্যায় এই মান্না ও ভরতপাখির মাংস খেয়ে বেঁচে রইল।

এরপর ঈশ্বর মোশীকে বললেন, "তুমি ইস্রায়েলীয়দের বল, "যদি তারা আমার কথা শোনে এবং আমার আদেশ ও নিয়ম মেনে চলে, তবে তারা সকল জাতি অপেক্ষা আমার প্রিয় ও মনোনীত জাতি হয়ে উঠবে। পরদিন সকাল হলে আকাশে মেঘের গর্জন ও বিদ্যুৎ চমকানি এবং অতিশয় উচ্চস্বরে তুরীধ্বনি হতে লাগল। পরে মোশী ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার জন্য সিনাই পর্বতের চূড়ায় উঠলেন, আর তাঁর লোকেরা পাদদেশে দাঁড়িয়ে রইল। ঈশ্বর ঘন মেঘের মধ্যে পর্বতের শিখরে উপস্থিত হলেন। এখানে ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের পাপ হতে মুক্ত থাকার জন্য তাঁর দশটি আজ্ঞা পাথরে খোদিত করে প্রদান করলেন। মোশী পর্বত হতে নেমে এসে সমবেত ইস্রায়েলীয়দের কাছে ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা পড়ে শোনালেন। ইস্রায়েলীয়রা একবাক্যে সকলেই ঈশ্বরের দশ আজ্ঞামত জীবন যাপন করবে বলে প্রতিজ্ঞা করলো।

পরে মোশী পর্বতের পাদদেশে একটি যজ্ঞবেদী নির্মাণ করলেন। তিনি বলিকৃত প্রাণীর রক্ত তুলে নিলেন এবং সমবেত জনতার উপর ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, "ইহা হল নিয়ম-সঞ্চিত রক্ত। ঈশ্বর যে তোমাদের সঙ্গে সন্ধি করেছেন ইহা হল তারই চিহ্ন"। মোশী ঈশ্বরের দেয়া পাথরে খোদিত দশটি আজ্ঞা যজ্ঞবেদীর পাশে স্থাপন করলেন।

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞাগুলো নিম্নরূপ

১. তুমি একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে পূজা ও মান্য করিবে।
২. ঈশ্বরের নাম অনর্থক লইবে না ও কোন দেবতা বা প্রতিমার পূজা করিবে না।

৩. বিশ্রাম বার ঈশ্বরের আরাধনায় ও পবিত্রভাবে পালন করিবে।
৪. পিতা-মাতাকে সম্মান করিবে।
৫. কখনও নরহত্যা বা খুন করিবে না।
৬. ব্যভিচার বা মন্দ কাজ করিবে না।
৭. কখনও চুরি করিবে না।
৮. চুরি করিবে না ও পরের সম্পত্তি হরণ করিবে না।
৯. পরস্ত্রীতে ও পর পুরুষে লোভ করিবে না।
১০. কখনও মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না ও মিথ্যা কথা বলিবে না।

মনে রাখুনঃ পাপ ও অন্যায়কারী কখনও শান্তি পায় না এবং ঈশ্বরের শাস্তি তাদের জন্য মজুত থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. ঈশ্বর তাঁর দশটি আজ্ঞা দিয়েছিলেন–
(ক) অব্রাহামের নিকট (খ) মোশীর নিকট
(গ) যাজকদের নিকট (ঘ) যোসেফের নিকট

২. ঈশ্বর তাঁর দশটি আজ্ঞা দিয়েছিলেন–
(ক) মিশরে (খ) সিনাই পর্বতের তাঁবুর ভিতরে
(গ) এদোন উদ্যানে (ঘ) সিনাই পর্বতে

৩. ঈশ্বরের প্রথম আজ্ঞা ছিল–
(ক) প্রতিমা পূজা করা (খ) একমাত্র ঈশ্বরের প জা করা
(গ) প্রতিবেশীকে প্রেম করা (ঘ) কাহারও পূজা আরাধনা না করা

৪. ঈশ্বরের চতুর্থ আজ্ঞা ছিল–
(ক) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা (খ) পিতা-মাতাকে সম্মান করা
(গ) গরীব দুঃখীর সেবা করা (ঘ) অন্যায়কারীর কাছ থেকে দূরে থাকা

৫. ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা হল–
(ক) আত্মরক্ষার উপায় (খ) ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত ও পবিত্র থাকার উপায়
(গ) জীবনে উন্নতি করার উপায় (ঘ) পৃথিবীতে সুনাম অর্জনের পথ

পাঠ ৩.৩

শামূয়েলের জন্ম ও ঈশ্বরের আহবান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ঈশ্বরকে ডাকলে তিনি যে আমাদের প্রার্থনা শোনেন তা বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ঈশ্বর যে নির্দিষ্ট কোন কাজের জন্যই আমাদের একেক জনকে এককভাবে মনোনীত করেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ঈশ্বরের মনোনীত প্রতিটি কাজ আমাদের সুষ্ঠুভাবে করা উচিত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে তা রক্ষা করা উচিৎ তা বুঝিয়ে বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তুঃ শমূয়েলের জন্ম

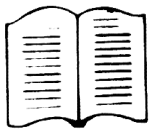

পর্বতময় ইফ্রায়িম প্রসেশের একটি গ্রামে ইলকানা নামে এক লোক বাস করতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল হান্না। হান্নার কোন সন্তান ছিল না। এই ব্যক্তি প্রতি বৎসর শীলোতে গিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতেন এবং বলিদান করতেন। এই সময়ে তাঁর স্ত্রীও তাঁর সঙ্গে যেতেন। হান্নার কোন সন্তান না থাকাতে তিনি খুব দুঃখিত ছিলেন।

এক সময় শীলোতে গিয়ে হান্না সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে প্রার্থনায় গভীরভাবে মগ্ন হলেন। তখন এলি যাজক সদাপ্রভুর মন্দির দ্বারে বসে ছিলেন। আর হান্না সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে মানত করে বললেন, "হে মহা দ তগণের ও সমস্ত সৃষ্টির মহাপ্রভু, তুমি তোমার দাসীর প্রতি চোখ তুলে চাও। তুমি যদি আমাকে একটি পুত্র সন্তান দাও তবে আমি তাকে চিরদিনের জন্য তোমার উদ্দেশ্যেই মন্দিরে দান করব"। এভাবে হান্না অনেকক্ষণ ধরে মন্দিরে গভীর ধ্যান ও প্রার্থনায় রত হলেন। মন্দিরের যাজক এলিও তাঁর প্রার্থনা লক্ষ্য করলেন। তিনি ভাবলেন হান্না নিশ্চয়ই মাতাল হয়ে মনে মনে কথা বলছেন, যার জন্য শুধু তাঁর দু'টি ঠোঁটই শুধু নড়ছে। পরে এলি হান্নাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেনঃ "তিনি তাঁর দুঃখের কথা ঈশ্বরের কাছে তুলে ধরেছেন"। এ কথা জেনে, এলি তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, তুমি ঈশ্বরের কাছে যা চেয়েছ নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে তা দান করবেন।

কিছুদিন পর হান্না ঈশ্বরের অনুগ্রহে একটি পুত্র সন্তান লাভ করলেন। হান্না তাঁর নাম রাখলেন শমূয়েল অর্থাৎ চেয়ে পাওয়া। সমূয়েল কিছু বড় হলে পর ইলকানা ও তাঁর পরিবার বার্ষিক বলিদান ও মানত দিতে গেলেন। আর হান্না শমূয়েলকে এলির কাছে মন্দিরের কাজের জন্য চিরদিনের মত উৎসর্গ করে আসলেন।

মনে রাখুনঃ ঈশ্বর সকলের আন্তরিক ও সঙ্গলজনক প্রার্থনা পূর্ণ করেন।

ঈশ্বরের আহবান: যাজক এলির কাছে মন্দিরে ঈশ্বরের গৃহে শমূয়েল ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলেন, আর তিনি ঈশ্বরের প্রিয় হতে লাগলেন। একদিন এলি নিজের জায়গায় এবং বালক শমূয়েল মন্দিরে ঘুমিয়ে আছেন, হঠাৎ একটি ডাকে শমূয়েলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি মনে করলেন, যাজক এলিই তাঁকে ডাকছেন। তিনি এলির ঘরে গিয়ে বললেন, "আপনি আমাকে ডাকছেন"? এলি বললেন, "না বৎস, আমি তো তোমাকে ডাকি নি; যাও গিয়ে শুয়ে পড়"। বালক শম য়েল আবার গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আবার কিছুক্ষণ পর তিনি শুনতে পেলেন সেই ডাক, "শমূয়েল! শমূয়েল"! শম য়েল আবারও এলির কাছে গিয়ে বললেন, "এই যে প্রভু, এই যে আমি, আপনি তো আমাকে ডাকছেন"। এবারও এলি বললেন, "কই, না তো, আমি তো তোমাকে ডাকি নি। যাও গিয়ে শুয়ে পড়"।

শমূয়েল আবারও শুয়ে পড়লেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তৃতীয়বার ডাক শুনে এলির কাছে গিয়ে বললেন, "আপনিই তো আমাকে বার বার ডাকছেন, প্রভু"। এবার এলি বুঝতে পারলেন, এ ডাক স্বয়ং ঈশ্বরেরই ডাক। তাই তিনি শমূয়েলকে বললেন, "তুমি গিয়ে শুয়ে পড়। ঈশ্বরই তোমাকে ডাকছেন, তিনি যদি তোমাকে আবার ডাকেন তাহলে উত্তর দিও, "হে প্রভু বলুন, আপনার দাস শুনছে"।

শমূয়েল আবার গিয়ে শুয়ে পড়লেন। এবারও কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি শুনতে পেলেন সেই ডাক: "শমূয়েল! শমূয়েল"! শমূয়েল তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন, "বলুন প্রভু, আপনার দাস শুনছে"। তখন ঈশ্বর শমূয়েলকে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানালেন। ভবিষ্যতে ইস্রায়েল জাতির প্রতি, এলির দুই ছেলের প্রতি তিনি কি শাস্তি দিবেন সবকিছুই তিনি শমূয়েলকে বললেন। আর ঈশ্বরের প্রতিটি কথাই শমূয়েল মনোযোগ দিয়ে শুনলেন।

সেদিন শমূয়েল অনেকক্ষণ পর্যন্ত শুয়ে রইলেন। কারণ সমূয়েল ঈশ্বরের সব কথা এলিকে জানাতে ভয় পেলেন। এলি পরদিন ভোরে শমূয়েলকে ডেকে সব কথা জানতে চাইলেন, বললেন, "শমূয়েল, ঈশ্বর তোমাকে যে সব কথা বলেছেন তুমি সে সব কথা আমাকে খুলে বল, আমার থেকে কিছুই গোপন করোনা"।

শমূয়েল ঈশ্বরের সমস্ত কথা এলিকে বললেন; কিছুই গোপন করলেন না। এলি বললেন, "তিনি সদ্রা প্রভু আমাদের ঈশ্বর, তাঁর দৃষ্টিতে যা ভাল তা-ই করুন"। এলি বুঝতে পারলেন ঈশ্বর শমূয়েলকে খুব ভালবাসেন।

বালক শমূয়েল ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে উঠলেন। ঈশ্বর সর্বদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। বালক শমূয়েল একজন জ্ঞানী ঈশ্বর ভীরা লোক হয়ে উঠলেন। সবাই তাঁকে ভাববাদী বলত। কারণ ঈশ্বর শমূয়েলের মাধ্যমে তাঁর বাক্য লোকদের কাছে প্রকাশ করতেন। আর শমূয়েল ঈশ্বরের বাক্য সমস্ত ইস্রায়েল জাতীর কাছে ব্যাখ্যা করতেন। এইভাবে শমূয়েল ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে ও তাঁর নিকট দায়িত্ব পালন করে ঈশ্বর ও মানুষের একজন মহান সেবক হয়ে উঠলেন।

মনে রাখুন: ঈশ্বর তাঁর বাক্য সর্বদা আমাদের মাঝে প্রকাশ করেন। তাঁর আদেশ মেনে চলা আমাদের প্রত্যেকেরই নৈতিক দায়িত্ব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. হান্নার স্বামী ইলকানা বাস করতেন–
   (ক) গালীল প্রদেশে
   (খ) ইফ্রয়িম প্রদেশে
   (গ) শীলোতে
   (ঘ) মিসরে

২. হান্না প্রার্থনা করলেন–
   (ক) একটি পুত্র সন্তানের জন্য
   (খ) স্বামীর জন্য
   (গ) একটি কন্যা সন্তানের জন্য
   (ঘ) নিজের দুঃখ দূর করার জন্য

৩. শমূয়েল শব্দের অর্থ–
   (ক) টেনে তোলা
   (খ) চেয়ে পাওয়া
   (গ) ফিরে পাওয়া
   (ঘ) খুঁজে পাওয়া

৪. বালক শমূয়েলকে মা হান্না রেখে আসলেন–
   (ক) বাড়িতে বাবার কাছে
   (খ) আত্মীয়দের কাছে
   (গ) মন্দিরে এলির কাছে
   (ঘ) ঈশ্বরের কাছে

৫. শমূয়েলকে ডাকার পর ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন–
   (ক) একবার
   (খ) দুইবার
   (গ) তিনবার
   (ঘ) চারবার

পাঠ ৩.৪

সিংহের গর্তে দানিয়েল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ঈশ্বরে যাঁরা স্থির বিশ্বাসী তাঁদের যে তিনি সর্বদা সকল বিপদ থেকে রক্ষা করেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ঈশ্বর যে ভক্ত প্রাণ মানুষের প্রার্থনা শোনেন তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনার মাঝে ঈশ্বর সবসময়ই আমাদের সঙ্গে থাকেন- তা বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- আন্তরিক প্রার্থনায় ঈশ্বরের কাছে যা চাওয়া হয়, তা থেকে তিনি কাউকে বঞ্চিত করেন না তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

দানিয়েলের প্রতি ইর্ষা

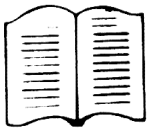

দানিয়েল ছিলেন একজন সৎ, ধর্মপ্রাণ, ঈশ্বর ভীরু লোক। বাবিল রাজ দারিয়াবস তাঁর রাজত্বকালে রাজ কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কয়েকজন জ্ঞানী ও বিজ্ঞ লোক নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে দানিয়েলও ছিলেন। তাঁর ধার্মিকতায় মুগ্ধ হয়ে রাজা দারিয়াবস তাঁকে খুব ভালবাসতেন এবং শ্রদ্ধাও করতেন। ফলে অন্যান্য সকলে তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হন; তাঁকে কিভাবে জব্দ করা যায় তাঁরা সে সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। তাঁরা দানিয়েলের কোন দোষ বা অপরাধ ধরতে পারলেন না; কারণ দানিয়েল ছিলেন সবকাজে বিশ্বস্ত ও ন্যায় পরায়ণ।

তখন তাঁরা কৌশলে ও চালাকি করে এক নীতি নির্ধারণ করলেন যে, যদি কেউ ত্রিশদিন পর্যন্ত মহারাজ ছাড়া অন্য কোন দেবতার বা অন্য মানুষের কাছে প্রার্থনা করে, তবে তাকে সিংহের গর্তে নিক্ষেপ করা হবে। এই নীতি নির্ধারণ করে তারা মহারাজ দারিয়াবসের স্বাক্ষর নিলেন। রাজা দারিয়াবস অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে তাতে স্বাক্ষর দিলেন আর তা রাজ-আজ্ঞায় পরিণত হল।

দানিয়েলের প্রার্থনা

দানিয়েল এ কথা জানতে পারলেন। কিন্তু তিনি ভয় পাননি। তিনি চিরদিনের মতই নিজের ঘরে নতজানু হয়ে দিনে তিনবার সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ও স্তব গান করতে লাগলেন। যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে ছিল তাঁরা তাঁকে প্রতিদিনই আগের মতই প্রার্থনা করতে দেখলেন। তখন তাঁরা সকলে রাজার কাছে গিয়ে নালিশ করলেন এবং রাজ আজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দিলেন। তাঁরা রাজাকে জানালেন যে, তিনি যাকে ভালবাসেন সেই দানিয়েল রাজআজ্ঞা অমান্য করছে। সে প্রতিদিন তিনবার তাঁর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। রাজা খুব

দুঃখিত হলেন। তিনি শুক্রদের হাত থেকে দানিয়েলকে বাঁচাতে চেষ্টা করলেন। তখন লোকেরা রাজাকে বললেনঃ মহারাজ! যদি কোন বিধি নিষেধ রাজা নিজেই ঠিক করে থাকেন তবে রাজা নিজে তা অমান্য করতে পারেন না। রাজা কোন উপায় না দেখে তাঁর জারিকৃত আদেশ মত দানিয়েলকে সিংহের খোয়াড়ে নিক্ষেপ করতে আদেশ দিলেন।

রাজা দানিয়েলকে বললেন, "তুমি যাঁর সেবা কর, তোমার সেই ঈশ্বরই তোমাকে সিংহের হাত থেকে রক্ষা করবেন"। আর এই কথার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি দারিয়াবসের বিশ্বাস প্রকাশ পেল। অন্যান্যদের সুখী করার জন্য দারিয়াবস রাজা যদিও দানিয়েলকে সিংহের খোয়াড়ে নিক্ষেপ করার আদেশ দিয়েছিলেন কিন্তু অন্তরে তিনি খুব দুঃখিত ছিলেন। তিনি নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে ঈশ্বর যেন দানিয়েলকে সিংহের হাত থেকে রক্ষা করেন, সেই জন্য উপবাস করে রইলেন। কোন উপভোগের জিনিস স্পর্শ করলেন না। তাঁর সারারাত ঘুমও হল না। পরদিন ভোরে কেউ উঠবার আগেই দানিয়েলের কি অবস্থা হয়েছে তা দেখার জন্য সিংহের খোয়াড়ের কাছে গিয়ে উচ্চ স্বরে দানিয়েলকে ডেকে বললেন, "হে জীবন্ত ঈশ্বরের সেবক দানিয়েল, তুমি অনবরত যাঁর সেবা কর, তোমার সেই ঈশ্বর কি সিংহের মুখ থেকে তোমাকে রক্ষা করেছেন? এতে রাজা দারিয়াবসের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস প্রমাণিত হল। রাজাকে দানিয়েল উত্তর দিলেন, "হে রাজন, দীর্ঘজীবি হউন! আমার ঈশ্বর তাঁর দূত পাঠিয়ে সিংহের মুখ বন্ধ রেখেছেন আর আমি ঠিকই রক্ষা পেয়েছি। এতে প্রমাণিত হল, আমি তাঁর সাক্ষাতে নির্দোষ। আর হে রাজন, আপনার সাক্ষাতেও আমি যে অপরাধী নই, তা তো আপনি ভাল করেই জানেন"।

দানিয়েলের মুক্তি এবং দোষীদের শাস্তি প্রদান

রাজা দারিয়াবস যখন নিশ্চিত হলেন সে ঈশ্বর সিংহের মুখ থেকে সত্য সত্যই রক্ষা করেছেন, তখন তিনি দানিয়েলকে সিংহের খোয়াড় থেকে তুলে আনতে আদেশ দিলেন। আর কি আশ্চর্য দানিয়েলের গায়ে সিংহ একটুও আঁচড় পর্যন্ত দেয়নি। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলেই, ঈশ্বর তাঁকে রক্ষা করেছেন।

পরে রাজা দানিয়েলের প্রতি হিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁকে দোষারোপ করেছিল, তাদের স্ত্রী-পুত্র ও কন্যাসহ সকলকে সিংহের খোয়াড়ে ফেলে দিতে আদেশ দিলেন। আর তাদের সিংহের খোয়াড়ে ফেলামাত্র ক্ষুধার্ত সিংহরা তাদের ছিন্নভিন্ন করে খেয়ে ফেলেছিল।

পরে রাজা দারিয়াবস তাঁর রাজ্যে সব জায়গায় আদেশ লিখে পাঠালেন, "তোমাদের শান্তি হউক। আমি এই আজ্ঞা করছি, আমার রাজ্যের অধীনের সবস্থানে লোকেরা দানিয়েলের ঈশ্বরের সাক্ষাতে নত ও ভীত হও। কেননা; তিনি জীবন্ত ঈশ্বর এবং তিনি অনন্তকাল স্থায়ী। তাঁর রাজ্যের শেষ হবে না। তিনি সকল মানুষকে সকল অমঙ্গল থেকে রক্ষা করেছেন; ইহাও আশ্চর্য কাজের চিহ্ন"।

মনে রাখুনঃ ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি নিজ শক্তি বলে দানিয়েলকে ক্ষুধার্ত সিংহের মুখ থেকে রক্ষা করেছেন। কারণ তিনি এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সেবা ও আরাধনা করেছেন। আমরাও যদি নম্র ও বিনীত অন্তরে নতজানু হয়ে প্রতিদিন প্রার্থনা করি, ঈশ্বর সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য করবেনই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. দানিয়েল কেমন লোক ছিলেন?
(ক) সৎ, ধর্মপ্রাণ ও ঈশ্বর ভীরু
(খ) সৎ, ধর্মপ্রাণ ও ঈশ্বর বিরোধী
(গ) সৎ এবং ঈশ্বর অবিশ্বাসী
(ঘ) ধর্মে অনিচ্ছা এবং ঈশ্বর ভীরু

২. দানিয়েল তাঁর বিপদের কথা জেনেও দিনে কতবার প্রার্থনা করতেন?
(ক) পাঁচবার
খ) দশবার
(গ) তিনবার
(ঘ) নয়বার

৩. রাজা দারিয়াবস দানিয়েলকে সিংহের খোয়াড়ে নিক্ষেপ করে কি করলেন?
(ক) রাগান্বিত হলেন
(খ) উপবাস করলেন
(গ) উপভোগ জিনিসে মত্ত হলেন
(ঘ) উচ্চ স্বরে ক্রন্দন করলেন

৪. ক্ষুধার্ত সিংহ দানিয়েলকে কি করেছিল?
(ক) খেয়ে ফেলল
(খ) ক্ষত বিক্ষত করল
(গ) তাঁকে খাওয়ার জন্য ছুটে গেল
(ঘ) তাঁর গায়ে একটুও আঁচড় পর্যন্ত দেয়নি

৫. রাজা যাদের শাস্তি দিয়েছিল সিংহ তাদের কি করেছিল?
(ক) ছিন্ন ভিন্ন করে খেয়ে ফেলল
(খ) ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে রাখল
(গ) সিংহ তাদের কাছেই গেল না
(ঘ) সিংহ তাদের দেখে ভয় পেলো

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. মোশিকে কিভাবে তাঁর মা নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন?

২. মোশি কিভাবে রক্ষা পেয়েছিলেন তা বর্ণনা করুন।

৩. ঈশ্বর মোশিকে কোথায় ও কিভাবে দর্শন দিয়েছিলেন এবং দর্শনকালে তিনি মোশিকে কি আদেশ দিয়েছিলেন তা লিখুন।

৪. ইস্রায়েলীয়দের ঈশ্বর কিভাবে লোহিত সাগর পার করেছিলেন সে ঘটনা উল্লেখ করুন।

৫. ঈশ্বর কোথায় এবং কিভাবে মোশির কাছে দশ আজ্ঞা প্রদান করেছিলেন?

৬. ঈশ্বরের দশটি আজ্ঞা মোশি কিসের উপর লিখেছিলেন? ঈশ্বরের দশটি আজ্ঞা লিখুন।

৭. হান্না কিভাবে শমূয়েলকে লাভ করেছিলেন তা বর্ণনা করুন।

৮. শমূয়েলের প্রতি ঈশ্বরের আহবানের কাহিনী বর্ণনা করুন।

৯. দানিয়েলকে সিংহের মুখে ফেলে দেয়ার জন্য কেন পরিকল্পনা করেছিলেন?

১০. কি কারণে লোকেরা দারিয়াবস রাজাকে দানিয়েলকে সিংহের খোয়াড়ে নিক্ষেপ করার জন্য বাধ্য করলেন?

১১. রাজা দারিয়াবস কিভাবে দানিয়েলকে মুক্ত করেছিলেন এবং দোষীদের শাস্তি দিয়েছিলেন?

১২. পরে রাজা তাঁর রাজ্যে কি ঘোষণা করেছিলেন?